রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ৫, ২০২২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২ চৈত্র, ১৪২৮ মোতাবেক ০৫ এপ্রিল, ২০২২

নিম্নলিখিত বিলটি ২২ চৈত্র, ১৪২৮ মোতাবেক ০৫ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ১০/২০২২

মানব সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ এবং সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৈষম্য নিরোধকল্পে আনীত বিল

যেহেতু মানব সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ এবং সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৈষম্য নিরোধ করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু ঐতিহাসিক মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সর্বপ্রকার বৈষম্য নিরোধকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বৈষম্য বিরোধী আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা ১২.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) **"প্রতিবন্ধী ব্যক্তি"** অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩ এ বর্ণিত যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি;

(খ) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(গ) **"ব্যক্তি"** অর্থ যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থা;

(ঘ) **"বৈষম্যমূলক কার্য"** অর্থ ধারা ৩ এ বর্ণিত কোনো বৈষম্যমূলক কার্য;

(ঙ) **"মনিটরিং কমিটি"** অর্থ ধারা ৪ এর অধীন গঠিত মনিটরিং কমিটি; এবং

(চ) **"সর্বসাধারণের স্থল (public place)"** অর্থ সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক, আদালত ভবন, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, নৌবন্দর, স্থলবন্দর, রেলওয়ে স্টেশন, বাস টার্মিনাল, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণি ভবন, রেস্টুরেন্ট, গণশৌচাগার, সেলুন, খেলার মাঠ, শিশুপার্ক, মেলা বা সর্ব প্রকার গণপরিবহণ ও গণপরিবহণে আরোহণের নিমিত্ত যাত্রীদের অপেক্ষার নির্দিষ্ট সারি, ধর্মীয় উপাসনালয় ও সৎকারস্থল, জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহার্য অন্য যে কোনো স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময়, ঘোষিত অন্য কোনো স্থান।

৩। **বৈষম্যমূলক কার্যাবলি**।—কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ভাষা, বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক, মানসিক বা তৃতীয় লিঙ্গ, জন্মস্থান, জন্ম, পেশা এবং অস্পৃশ্যতার অজুহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃত নিম্নবর্ণিত যে কোনো কার্য বৈষম্যমূলক কার্য বলিয়া গণ্য হইবে, যথা :—

(ক) কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সর্বসাধারণের স্থলে প্রবেশ বা উপস্থিতিতে বাধা প্রদান, নিয়ন্ত্রণ অথবা সীমাবদ্ধতা আরোপ করা;

(খ) কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা বেসরকারি অফিসের সেবা প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত করা;

(গ) কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কোনো পণ্য বা সেবা আইনানুগভাবে উৎপাদন, বিক্রয় অথবা বিপণন করিতে বাধা প্রদান বা আইনে নির্ধারিত কোনো সুবিধা বা পণ্য বা সেবা গ্রহণে নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা;

(ঘ) উপযুক্ত কারণ ব্যতীত পিতৃ বা মাতৃপরিচয় প্রদানে অসমর্থতার কারণে কোনো শিশুকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিতে অস্বীকৃতি বা অমত বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা বাধা প্রদান করা বা সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান বা অবস্থানের ক্ষেত্রে পার্থক্য, বঞ্চনা, বিধি-নিষেধ আরোপ, সীমাবদ্ধকরণ, শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কার বা অন্য যে কোনো ধরনের বৈষম্য করা;

(ঙ) প্রতিবন্ধী বা তৃতীয় লিঙ্গ হইবার কারণে কোনো শিশুকে পরিবারে প্রতিপালন না করিয়া বিশেষ কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা বা প্রতিবন্ধিতার অজুহাতে পরিবারে বসবাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো প্রতিবন্ধী শিশুর পিতা, মাতা বা অভিভাবক তাহাদের আর্থিক অসচ্ছলতা কিংবা দরিদ্রতার কারণে বা শিশুর মঙ্গল ও কল্যাণার্থে কোনো সংস্থা, এতিমখানা বা ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে লালন-পালনের জন্য শিশুকে প্রদান করেন তাহা হইলে এই দফা প্রযোজ্য হইবে না;

(চ) কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানের আয়োজন ও উহাতে প্রবেশ ও অংশগ্রহণ বা নিজস্ব ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রবেশ ও অংশগ্রহণ বা নিজ ধর্ম অনুযায়ী দাফন বা শেষকৃত্য বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা সৎকার সম্পাদন ও যোগদানে বাধা প্রদান করা;

(ছ) কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কোনো বৈধ পেশা বা চাকরি গ্রহণ বা বৈধ ব্যবসা পরিচালনা হইতে নিষিদ্ধ করা;

(জ) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ, ছুটি, পদোন্নতি, বদলি, বেতন-ভাতা-মজুরি বা সুযোগ-সুবিধাদি প্রাপ্তিতে পার্থক্য, বঞ্চনা, বিধি-নিষেধ আরোপ, সীমাবদ্ধকরণ বা পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা বা চাকরিচ্যুত করা;

(ঝ) কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বাড়ি ভাড়া না দেওয়া বা বসবাসের স্থান প্রদানে অস্বীকৃতি বা অমত প্রদান করা বা আবেদন অনুমোদন না করা বা কঠিন শর্ত আরোপ করা;

(ঞ) কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তাহার বা তাহাদের বাসস্থানের অভ্যন্তরে প্রবেশে বাধা প্রদান করা, তাহার বা তাহাদের বাসস্থান বা এলাকা হইতে উচ্ছেদ করা অথবা বাসস্থান অথবা এলাকা ত্যাগে বাধ্য করা;

(ট) গ্রাম্য সালিস বা সামাজিকভাবে বা ধর্মীয়ভাবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এক ঘরে করা, সামাজিকভাবে বয়কট করা বা হয়রানি করা;

(ঠ) তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ করা;

(ড) কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা রীতি-নীতি পালন করা হইতে বিরত রাখা বা তাহাদের অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ ও পালন বা ত্যাগ করিতে বাধ্য করা;

(ঢ) কোনো বা গোষ্ঠীকে আইনানুগভাবে সম্পত্তি অর্জনে ও হস্তান্তরে বাধা প্রদান করা এবং সম্পত্তিতে অধিকার বা উত্তরাধিকার লাভে বঞ্চিত করা; অথবা

(ণ) স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

৪। **মনিটরিং কমিটি**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ অথবা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ;

(গ) বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো উপযুক্ত প্রতিনিধি;

(ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত মানবাধিকার বা সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এইরূপ সংগঠনের তিনজন প্রতিনিধি, তন্মধ্যে একজন হইবেন মহিলা;

(ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে এইরূপ সংগঠনের দুইজন শ্রমিক প্রতিনিধি, তন্মধ্যে একজন হইবেন চা শ্রমিক প্রতিনিধি;

(চ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের চারজন প্রতিনিধি;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দলিত সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি; এবং

(ঝ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন একজন যুগ্ম-সচিব, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) মনিটরিং কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা দপ্তরের প্রতিনিধি বা কোনো ব্যক্তিকে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ)—(জ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসরের মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) মনিটরিং কমিটি এই আইনের বিধানাবলি বাস্তবায়ন এবং বৈষম্য বিরোধী জাতীয় কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, জেলা কমিটি এবং অন্যান্য কমিটিসমূহের কার্যাবলি তদারকি করিবে।

৫। **মনিটরিং কমিটির সভা।**—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, মনিটরিং কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) মনিটরিং কমিটির সভা উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে মনিটরিং কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতি মনিটরিং কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) মনিটরিং কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) মনিটরিং কমিটির প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৬। **বৈষম্য বিরোধী সেল গঠন।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অধীন একটি বৈষম্য বিরোধী সেল থাকিবে এবং প্রয়োজনে, দেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করা যাইবে।

(২) বৈষম্য বিরোধী সেল এই আইনের সার্বিক বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, বৈষম্য বিরোধী সেলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা যাইবে।

(৪) বৈষম্য বিরোধী সেলের কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে, তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, আদেশ দ্বারা, চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণ করা যাইবে।

৭। **বৈষম্য বিরোধী জাতীয় ও স্থানীয় কমিটি গঠন।**—এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্ত ও মেয়াদের জন্য, বৈষম্য বিরোধী জাতীয় কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, জেলা কমিটি এবং প্রয়োজনে, অন্যান্য কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৮। **বৈষম্যমূলক কার্য সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি।**— বৈষম্যমূলক কার্য সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যথা :—

(ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে বৈষম্যমূলক কার্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন নীতিমালায় বৈষম্যমূলক কার্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা;

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র এবং জনসাধারণের অভিগম্যতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো স্থানে বৈষম্যমূলক কার্যের তালিকা প্রদর্শন করা;

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক কার্য নিরোধকল্পে কমিটি গঠন করা; এবং

(ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৯। **অভিযোগ দায়ের, প্রতিকার প্রদান, ইত্যাদি**।—(১) কোনো বৈষম্যমূলক কার্য সংঘটিত হইলে সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী বা ঘটনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর জেলা কমিটি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ঘটনা তদন্ত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন তদন্ত করিবার পর যদি জেলা কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো বৈষম্যমূলক কার্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে জেলা কমিটি বৈষম্যমূলক কার্যের ধরন বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনাক্রমে যথাক্রমে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রতিকার প্রদানে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিটির নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর বিভাগীয় কমিটি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ঘটনা তদন্ত করিবে এবং যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন প্রতিকার প্রদানে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জাতীয় কমিটির নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর জাতীয় কমিটি ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে ঘটনা তদন্ত করিবে এবং যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে।

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন প্রতিকার প্রদানে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক উপযুক্ত কোনো আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে।

১০। **আদালত কর্তৃক বিচার**।—(১) Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৮) এর অধীন মামলা দায়েরের পর আদালত ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) আদালত এই আইনের অধীন কোনো বৈষম্যমূলক কার্যের জন্য বৈষম্যমূলক কার্যের ধরন বিবেচনা করিয়া যথাযথ প্রতিকারের আদেশ প্রদান এবং প্রয়োজনে, আর্থিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

১১। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ**।—এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, মনিটরিং কমিটি, জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি বা জাতীয় কমিটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে এবং তদনুসারে উক্ত সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি সহায়তা প্রদান করিবে।

১২। **কোম্পানি কর্তৃক বৈষম্যমূলক কার্য**।—যদি কোনো কোম্পানি কোনো বৈষম্যমূলক কার্য করে, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা উক্ত বৈষম্যমূলক কার্যের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্তরূপ বৈষম্যমূলক কার্য সম্পাদন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

১৩। **প্রতিবেদন দাখিল**।—জেলা কমিটি এবং বিভাগীয় কমিটি ষান্মাসিক ভিত্তিতে এবং মনিটরিং কমিটি বাৎসরিক ভিত্তিতে তৎকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

১৪। **নির্দেশনা প্রদানে সরকারের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি ও জাতীয় কমিটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

১৫। **এই আইনের বিধানাবলির অতিরিক্ততা**।—এই আইনের বিধানাবলি অন্যান্য আইনের বিধানের ব্যত্যয়ে না হইয়া উহার অতিরিক্ত হইবে।

১৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

প্রতিটি মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং পূর্ণ মানবাধিকার ও সমমর্যাদার অধিকারী। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, **রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।**

২। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে **আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান** মর্মে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না এবং কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। ২৯ অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে এবং যে কোনো ধরনের বৈষম্য প্রদর্শনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩। উল্লেখ্য, Universal Declaration of Human Rights, 1948, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965, International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 এবং International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966-এ যেকোনো কারণে মানুষের মধ্যে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বৈষম্য নিরোধে আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

৪। বিশ্বের কিছু দেশে বৈষম্যমূলক আইন থাকলেও বাংলাদেশে বৈষম্যমূলক কোনো আইন নেই, তথাপি আমাদের বৈষম্য বিরোধী অর্জনসমূহ সুসংহত করা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদসমূহে বর্ণিত মানুষের সমমর্যাদা ও সমঅধিকার রক্ষা, সমুন্নত ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বিলটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৫। প্রস্তাবিত বিলে বৈষম্যমূলক কার্যাবলির বিবরণ, আইনের বাস্তবায়ন এবং ইহার অধীন গঠিতব্য বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রম তদারকির জন্য একটি মনিটরিং কমিটি গঠন, বৈষম্য বিরোধী সেল গঠন, বৈষম্য বিরোধী কার্যাবলি প্রতিরোধ ও তাৎক্ষণিক প্রতিকার প্রদানের জন্য বৈষম্য বিরোধী জাতীয় কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, জেলা কমিটি বা অন্যান্য কমিটি গঠন, জনসচেতনতা সৃষ্টি, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬। প্রস্তাবিত বিলটি আইনে পরিণত হলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদসমূহে বর্ণিত মানুষের সমমর্যাদা ও সমঅধিকার রক্ষা, সমুন্নত ও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

আনিসুল হক

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

কে, এম, আব্দুস সালাম

সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd